[১]সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪
(মে ২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।** — এই বিধিমালা সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** — বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় —

(ক) "আবর্তকাল" অর্থ বিধি ১৫ অনুযায়ী নির্ধারিত আবর্তকাল বা মেয়াদ ;

(খ) "উপকারভোগী" অর্থ সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী এবং এই বিধিমালার আওতায় উহার সুবিধাভোগকারী কোন ব্যক্তি;

(গ) "চুক্তি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন পক্ষগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি, এবং সমঝোতা স্মারকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ বিধি ২২ এর অধীন গঠিত বৃক্ষরোপণ তহবিল;

[২][(ঘঘ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঘঘঘ) "ফরেস্ট ভিলেজার" অর্থ বাংলাদেশ ফরেস্ট ম্যানুয়াল পার্ট-২ এর আর্টিকেল-২৮ অনুসারে বন বিভাগের নিবন্ধিত ফরেস্ট ভিলেজার;]

(ঙ) "বেসরকারী সংস্থা" অর্থ The Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) এর অধীনে গঠিত কোন সামাজিক সংগঠন বা The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ord.

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন, তারিখ, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১১/৪ ডিসেম্বর ২০০৪। এস.আর.ও নং–৩২৫ আইন/২০০৪। – The Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section 28A এর sub-section (4) ও (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা [বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, রবিবার, ডিসেম্বর ৫, ২০০৪ পৃষ্ঠা ৮২৫৩-৮২৬৩]।

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন, তারিখ, ২৮ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ। এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০। – The Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section 28A এর sub-section (4) ও (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ সংশোধিত হইয়াছে [বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, জানুয়ারি ১৩, ২০১০ পৃষ্ঠা ২০৩-২১১]। অত্র এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা নূতন দফা (ঘঘ) ও (ঘঘঘ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

XLVI of 1961) এর অধীনে নিবন্ধিত [1][জনকল্যাণ বা সমাজকল্যাণে নিয়োজিত] কোন সংগঠন বা the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ord. XLVI of 1978). এর অধীনে এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোন সংগঠন বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী ;

(চ) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি [2];

[(ছ) "স্থানীয় জনগোষ্ঠী" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সামাজিক বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাহাদের বিধি ৬ এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে।]

৩। **সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ।** — (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন অধিদপ্তর সাধারণ আদেশ দ্বারা সময় সময় বিভিন্ন বন বিভাগে এক বা একাধিক সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন বন বিভাগে একাধিক সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ করা হইলে উহাদেরকে সংখ্যার ক্রম অনুসারে চিহ্নিত করা যাইবে।

৪। **সামাজিক বনায়ন চুক্তি ও উহার পক্ষগণ।** — (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত পক্ষসমূহ পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা ঃ —

(ক) বন অধিদপ্তর ;
(খ) ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ;
(গ) উপকারভোগী ;
(ঘ) বেসরকারী সংস্থা।

---

[1] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন, তারিখ, ১৯ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ। এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১। - The Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section 28A এর sub-section (4) ও (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ সংশোধিত হইয়াছে [বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, মে ৫, ২০১১ পৃষ্ঠা ৩৯৬৭-৩৯৬৮]। অত্র এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ মূলে "জনকল্যাণ বা সমাজকল্যাণে নিয়োজিত" শব্দগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

[2] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং নূতন দফা (ছ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২) উপ–বিধি (১) এর অধীন সম্পাদিতব্য চুক্তিতে বন অধিদপ্তর এবং উপকারভোগী অবশ্যই পক্ষ হিসাবে থাকিতে হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফরমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চুক্তিভুক্ত কোন উপকারভোগী বিবাহিত পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রীও উপকারভোগী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তিভুক্ত কোন উপকারভোগী বিবাহিত মহিলা হইলে তাহার স্বামীও উপকারভোগী হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৫) এই বিধিমালার অধীন চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন উপকারভোগী স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে উভয়েই সম–অংশের ভিত্তিতে উপকারভোগী হিসাবে বহাল থাকিবেন।

৫। চুক্তির মেয়াদ ও উহার নবায়ন। — (১) এই বিধিমালার অধীন কোন চুক্তির মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ —

(ক) শালবনের ক্ষেত্রে ২০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে দুই কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে ;

(খ) প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ২০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে এক কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে ;

(গ) উডলট, কৃষিবনায়ন, স্ট্রিপ প্লানটেশন, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে [১][সর্ব নিম্ন ১০ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ২০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে দুই অথবা তিন কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৪০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে।]

[২][(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা যাইবে।]

(২) চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট চুক্তি মেয়াদান্তে নবায়ন করিতে পারিবেন।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা মূল "১০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে তিন কিস্তিতে ৩০ বৎসর নবায়নযোগ্য হইবে" সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা নূতন উপ-বিধি (১ক) সংযোজিত হইয়াছে।

[১][৫ক। **স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন।** — (১) সামাজিক বনায়নের উপযোগী কোন ভূমিতে বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী বন বিভাগের বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম ক' তে লিখিত আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী চিহ্নিত করিতে এবং উপকারভোগীগণকে বনায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য, ফরেস্ট রেঞ্জারের নীচে নহে এইরূপ, একজন বন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(৩) বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম খ' তে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়াবলী যাচাই করিবেন ঃ—

(ক) বনের সহিত নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক এবং

(খ) বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগের প্রদানের সামর্থ্য।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন যাচাইয়ের পর, বিভাগীয বন কর্মকর্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর বিধান অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং বিধি ৪ এর অধীন চুক্তি স্বাক্ষরের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে 'ফরম গ' তে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবেন।]

৬। **উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি।**— (১) উপকারভোগীগণ বন অধিদপ্তর কর্তৃক, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত বনায়নের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারী সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে, নির্বাচিত হইবেন।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা নূতন বিধি ৫ক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[১][(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন চূড়ান্ত করিবেন।]

[২][(২) সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবেন, যথা ঃ—

(ক) ভূমিহীন;

(খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;

(গ) দুস্থ মহিলা ;

(ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;

(ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;

(চ) দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার; এবং

(ছ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধার অস্বচ্ছল [৩][উত্তরাধিকারী।]

(৩) কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারভোগী না পাওয়া গেলে উক্ত এলাকার নিকটতম এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা যাইবে।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ৬ এর নূতন উপ-বিধি (১ক) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। মূল উপ-বিধি (২) নিম্নরূপ ছিলঃ

> "(২) সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকায় এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং উপ–বিধি (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবেন, যথা ঃ—
>
> (ক) ভূমিহীন ;
>
> (খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক ;
>
> (গ) দুঃস্থ মহিলা ; এবং
>
> (ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী।"

[৩] এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ দ্বারা 'সন্তান' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(৪) নির্বাচিত উপকারভোগীকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী হইতে হইবে।

৭। **উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর।** — (১) উপকারভোগীগণ এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা তাহাদের স্ব-স্ব স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা যে কোন উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং কোন উপকারভোগীর মৃত্যুতে তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাসমূহ তাহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(২) কোন উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এই বিধির অধীনে হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা উত্তরাধিকারীগণ উক্ত দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা গ্রহণে সম্মত না হইলে অথবা উক্ত উপকারভোগী যুক্তিযুক্ত কারণে সামাজিক বনায়ন পরিত্যাগ করিলে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং হস্তান্তরিত উপকারভোগী আনুপাতিক হারে সুবিধাসমূহের অধিকারী হইবে।

৮। **বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন।**— (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বন অধিদপ্তরের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন উপজেলার ভৌগলিক সীমানায় অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য এক বা একাধিক বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্বাচিত হইবার জন্য কোন বেসরকারী সংস্থার নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সামাজিক বনায়ন কার্যে সংগঠিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও গতিশীলতা আনয়নে অন্যূন দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ; এবং

(খ) জেলা বা উপজেলা/থানা পর্যায়ে নিজস্ব অফিস থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকায় কর্মরত এবং যথাযথ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অধিকারী কোন বেসরকারী সংস্থা অগ্রাধিকার পাইবে।

৯। **ব্যবস্থাপনা কমিটি।** — (১) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি - ১ জন ;

(খ) সহ–সভাপতি - ১ জন ;

(গ) সাধারণ সম্পাদক - ১ জন ;

(ঘ) সহ–সাধারণ সম্পাদক - ১ জন ;

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ - ১ জন ; এবং

(চ) সাধারণ সদস্য - ৪ জন।

[১][(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ সদস্যদের, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি ১ জন;

(খ) সাধারণ সম্পাদক ১ জন;

(গ) কোষাধ্যক্ষ ১ জন; এবং

(ঘ) সদস্য ২ জন।]

(২) এই বিধির অধীন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকার উপকারভোগীগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, তবে তাহাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

১০। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ, ইত্যাদি।— (১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর এবং তাহারা পুনরায় নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সভাপতির বরাবরে লিখিত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১। ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব।— ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে সহায়তাকরণ ;

(খ) সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃষ্ট বনের সুষ্ঠু পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ৯ এর নূতন উপ-বিধি (১ক) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(গ) উপকারভোগীগণকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এই বিধিমালার অধীন তাহাদের যথাযথ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;

(ঘ) বৃক্ষরোপণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ;

(ঙ) চুক্তিভুক্ত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; এবং

(চ) বন অধিদপ্তর কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

১২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।— (১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, এবং জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি সাত দিনের নোটিশে যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্ধারিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উহার সভায় গৃহীত হইবে।

(৫) সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যের সমর্থন পাওয়া না গেলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে উক্ত বিষয়টি বিধি ১৪ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

[১]**১৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি।**— (১) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করিতে পারিবেন।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৩ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। মূল বিধি ১৩ নিম্নরূপ ছিল ঃ

"১৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি।**— কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করিতে পারিবে।"

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি ১১ অথবা ১২ এর অধীন কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন, যাহার অনুলিপি কমিটির অন্যান্য সকল সদস্যকেও প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সভাপতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিষয়টি অবহিত হইবার পর উহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং, প্রয়োজনবোধে, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটিতে প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণক্রমে অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিতে পারিবেন।]

১৪। উপদেষ্টা কমিটি ও উহার দায়িত্ব। — (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য সামাজিক বনায়ন উপদেষ্টা কমিটি নামে একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে।

(২) উপ–বিধি (১) এর অধীন উপদেষ্টা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তা ;

(খ) বিধি ৮ এর অধীন নির্বাচিত কোন বেসরকারী সংস্থার একজন প্রতিনিধি; এবং

(গ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, যিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নহেন।

(৩) উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ–কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বিধিমালার অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হইলে তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান।

১৫। আবর্তকাল নির্ধারণ, ইত্যাদি।— (১) উপ–বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সামাজিক বনায়নের অধীন উৎপন্ন বৃক্ষের আবর্তকাল বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) কোন বৃক্ষের আবর্তকাল উহার রোপণের তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত মেয়াদের অধিক হইবে না, যথা ঃ—

(ক) শালবনের ক্ষেত্রে ষাট বৎসর;

(খ) [১][ম্যানগ্রোভ বন, রাবার বাগান এবং] প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে চল্লিশ বৎসর ; এবং

(গ) ফলজ বৃক্ষের ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ যতদিন স্বাভাবিকভাবে ফল ধারণ করিবে ততদিন।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট বা কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার কোন বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটাই, কর্তন বা উৎপাটন করা যাইবে না, যথাঃ—

(ক) উক্তরূপ কোন বৃক্ষের যথাযথ বর্ধন ও পরিপক্কতার প্রয়োজনে ; অথবা

(খ) উক্তরূপ কোন বৃক্ষের রোগাক্রান্ত হইবার কারণে ; অথবা

(গ) সরকারের কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রয়োজনে ; অথবা

(ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত কোন যুক্তিসংগত কারণে।

১৬। সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য। — (১) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) উপকারভোগী নির্বাচন ;

(খ) বৃক্ষরোপণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ;

[২][(খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে উপকারভোগীগণকে সহায়তা প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;]

---

[১] এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ দ্বারা "ম্যানগ্রোভ বন, রাবার বাগান এবং" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(গ) সামাজিক বন সৃষ্টি ও উহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপকারভোগীগণকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনানুযায়ী কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ ;

(ঘ) ভূমির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা, উপকারভোগী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের এবং অন্যান্যদের সহিত চুক্তি সম্পাদন ;

(ঙ) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিবীক্ষণ ;

(চ) [১][ ] প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(ছ) চূড়ান্তভাবে আহরিত ফসল বাজারজাতকরণ এবং উহা হইতে লব্ধ আয় বিধি ২০ এর অধীন প্রাপকগণের মধ্যে বন্টন ;

(জ) উপকারভোগীগণ কর্তৃক উপযুক্ত মানের বীজ বা চারা উৎপাদনে অসমর্থতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উক্তরূপ বীজ বা চারা সংগ্রহে সহায়তা করা; [২][ ]

(ঝ) যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বা অন্য কোন অসুবিধা করে এইরূপ ডালপালা জরুরী প্রয়োজনে কর্তন করা [৩];

(ঞ) চুক্তি মোতাবেক বিধি ১৮ তে বর্ণিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে উপকারভোগীগণের সহিত চুক্তি বাতিল করা; এবং

(ট) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকারভোগীগণ কর্তৃক বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন।]

(২) বন অধিদপ্তর উপ–বিধি (১) এর দফা (খ) ও (ছ) তে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এর "প্রশিক্ষকদের" শব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (জ) এর "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

[৩] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঝ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন দফা (ঞ) ও (ট) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(৩) বন অধিদপ্তর কর্তৃক এতদউদ্দেশ্যে নিযুক্ত উহার কোন কর্মকর্তা উপকারভোগীগণের সহিত যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ে মাইক্রো-লেভেল সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যাহা বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৭। চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য।— চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা —

(ক) চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন চুক্তিভুক্ত ভূমি বা ভূমির সুবিধা এমনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না, যাহা সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর হয় ;

(খ) চুক্তিভুক্ত ভূমিতে রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান করিবে ; এবং

(গ) সামাজিক বনায়নে ব্যবহৃত ভূমির জন্য কোন প্রকার চার্জ বা ভাড়া আরোপ করিতে পারিবে না।

১৮। চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। — চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীগণ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবেন, যথাঃ —

(ক) সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ ;

(খ) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভবে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী ;

[১][(খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সহায়তায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;]

(গ) বৃক্ষরোপণের জন্য চারা উৎপাদন ;

(ঘ) বৃক্ষরোপণ ও রোপিত বৃক্ষের যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষাকরণ;

(ঙ) অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক বৃক্ষ ঘনত্ব হ্রাসকরণ ও ছাঁটাইকরণ ;

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) এ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(চ) সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত কোন সভায় আমন্ত্রিত হইলে উপস্থিতি ; [1] [ ]

(ছ) অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন [2][;

(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঝ) ফসল বাজারজাতকরণে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে প্রতিনিধি প্রেরণ।]

১৯। চুক্তিভূক্ত বেসরকরী সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য। — চুক্তিভুক্ত বেসরকারী সংস্থা নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা ঃ —

(ক) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভবে সামাজিক বনায়নের স্থান নির্বাচন ;

(খ) উপকারভোগী নির্বাচনে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ ;

(গ) স্থানীয় বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সহিত যৌথভাবে উপকারভোগীগণকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিতকরণ এবং সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ;

(ঘ) উপকারভোগী গ্রুপসমূহের মধ্যে অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ;

(ঙ) বন অধিদপ্তরের চাহিদা অনুসারে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(চ) সামাজিক বনায়ন কার্যকররূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উপকারভোগীগণের সহিত সুবিধা ভাগাভাগি চুক্তি সম্পর্কে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষাকরণ ;

(ছ) কৃষিবন ও উডলট বনের উপকারভোগীগণকে মান সম্পন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা ;

(জ) বৃক্ষ উৎপাদনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ ও উপকারভোগীগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ;

(ঝ) আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগীগণকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ;

---

[1] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা দফা (চ) এর প্রান্তঃস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

[2] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ছ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন দফা (জ) ও (ঝ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(ঞ) বনের ঘনত্ব হ্রাসকরণ (thinning) ও বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটাই হইতে আহরিত মধ্যবর্তী সুবিধা এবং চূড়ান্ত ফসল হইতে আহরিত সুবিধাসমূহের বিভিন্ন পক্ষের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা এবং উপকারভোগীগণের প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণে তাহাদিগকে সহায়তাকরণ ;

(ট) উপকারভোগীগণকে বিভিন্ন বনে বনায়ন কর্মকান্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন মধ্যবর্তী ফসল উৎপাদনে দিক নির্দেশনা প্রদান ;

(ঠ) উপকারভোগীগণের বিরুদ্ধে বন অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে উহা সমাধানে সহায়তাকরণ ;

(ড) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভাবে এবং উপকারভোগী ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সহিত পরামশক্রমে বর্তমান ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে বাধা ও সুবিধাসমূহ অবহিত হওয়ার জন্য জরিপ পরিচালনা ; এবং

(ঢ) অংশগ্রহণমূলক শাল বন ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বনায়নের জন্য উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ।

২০। **সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বন্টন।** — (১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত প্রয়োজনে বা উক্ত উপ-বিধিতে বর্ণিত যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাঁটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ (first thinning) কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হইবেন।

(২) প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ এর পরবর্তী সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে এবং আবর্তকাল পূর্ণ হইবার পর কর্তিত বৃক্ষ হইতে লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বন্টিত হইবে, যথা ঃ —

(ক) বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বন ভূমির উডলট [১][, রাবার বাগান হইতে উৎপাদিত ল্যাটেক্স ও ফল] ও কৃষি বনের ক্ষেত্রে —

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৪৫% ;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫% ; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০% ;

[১] এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ দ্বারা “, রাবার বাগান হইতে উৎপাদিত ল্যাটেক্স ও ফল” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(খ) শালবন ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে —

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৬৫% ;
(আ) উপকারভোগীগণ	২৫% ; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০% ;

(গ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন সংকীর্ণ ভূমিতে (স্ট্রীপ) বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে —

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	১০% ;
(আ) ভূমির মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০% ;
(ই) উপকারভোগীগণ	৫৫% ;
(ঈ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	৫% ; এবং
(উ) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০% ;

(ঘ) চরভূমি ও ফোরশোর বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে —

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	২৫% ;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫% ;
(ই) ভূমির মালিক বা দখলকার	২০% ; এবং
(ঈ) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০% ;

(ঙ) বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	২৫% ;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫% ;
(ই) ভূমির মালিক বা দখলকার	২০% ; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০% [১];

(চ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে —

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৫০%
(আ) উপকারভোগীগণ	৪০%
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ছ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের [২][অথবা উপকূলীয় বনভূমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়নের পর উক্ত ম্যানগ্রোভ বাগানে নিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদিত মধু, মৎস্য, হোগলা পাতা ও ঘাসের] ক্ষেত্রে

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	২৫%
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ২০ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঙ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন দফা (চ) ও (ছ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ দ্বারা "অথবা উপকূলীয় বনভূমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়নের পর উক্ত ম্যানগ্রোভ বাগানে নিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদিত মধু, মৎস্য, হোগলা পাতা ও ঘাসের" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	১০%
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%
(ই) ভূমির মালিক সংস্থা	১৫%]

[১][(৩) সরকার উপ-বিধি (২) এর অধীন লব্ধ আয় বন্টনের হার সময় সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে [২]ঃ

তবে, শর্ত থাকে যে, উডলট বা কৃষি বাগানের বনায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ (এক) একরের জন্য ১(এক) জন উপকারভোগী এবং স্ট্রিপ প্লান্টেশনের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারের জন্য সর্বনিম্ন ৫(পাঁচ) জন উপকারভোগী নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আবর্তকাল উত্তীর্ণ গাছ আহরণকালে বাগানের ন্যূনতম ১% (এক শতাংশ) গাছ, বন কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে, সংরক্ষণ করা যাইবে।]

২১। বেসরকারী সংস্থার সার্ভিস চার্জ, ও প্রশিক্ষণ ব্যয় ও ফি ইত্যাদি। — প্রত্যেক বেসরকারী সংস্থা এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনের জন্য এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ, প্রশিক্ষণ ব্যয় ও ফি প্রাপ্ত হইবে।

২২। বৃক্ষরোপণ তহবিল ও উহার ব্যবহার। — (১) প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য বৃক্ষরোপণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে বিধি ২০ এর অধীন সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের নির্ধারিত অংশ জমা হইবে।

(৩) প্রথম আবর্তকাল পরবর্তী সকল বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যার ব্যয়ভার তহবিল হইতে বহন করা হইবে।

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ২০ এর নূতন উপ-বিধি "(৩) সরকার উপ-বিধি (২) এর অধীন লব্ধ আয় বন্টনের হার সময় সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে। " সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] এস.আর.ও নং ১০৬-আইন/২০১১ দ্বারা উপ-বিধি (৩) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং অতঃপর নূতন শর্তাংশ ও নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইয়াছে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ব্যয় বহনের পর তহবিলে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা বন উন্নয়ন অথবা উপকারভোগীগণ কর্তৃক নার্সারী ও বাগান সৃষ্টিসহ বৃক্ষভিত্তিক কর্মকান্ড ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ব্যয়ভার বহন করার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ স্থানীয় যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব তফসীলি ব্যাংকে এসটিডি (STD) হিসাবে জমা থাকিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও উপদেষ্টাগণ কর্তৃক সম্মত একটি সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের ভিত্তিতে তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত তহবিলের একাউন্ট হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৬) তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি কর্তৃক তহবিলের হিসাব যথাযথরূপে রক্ষিত হইবে এবং তহবিলের হিসাব সংক্রান্ত সকল বহি, বিবরণী, নথিপত্র উপকারভোগী এবং উপদেষ্টাদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

২৩। তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি। — (১) বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি, যিনি উহার সভাপতি হইবেন, পদাধিকারবলে ;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক, পদাধিকারবলে ; এবং

(গ) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন, পদাধিকারবলে।

২৪। ব্যক্তি মালিকানাধিন জমিতে সামাজিক বনায়ন।— (১) যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন ভূমিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) বন অধিদপ্তর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র বিবেচনা করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত ভূমিতে এই বিধিমালা অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৩) বন অধিদপ্তর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বিনিয়োগ করিলে আবাদী দ্রব্যাদি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে পক্ষগুলোর মধ্যে বন্টিত হইবে।

২৫। **বিরোধ মীমাংসা।**— (১) যথাচিত আনুপাতিক সুবিধাসহ সামাজিক বনায়ন চুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান অথবা কার্যকরকরণ পদ্ধতি অথবা কোন অবস্থা সম্পর্কিত যে কোন বিরোধ নিম্নলিখিত ব্যক্তি অথবা কমিটির দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন হইবে ঃ—

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা, যদি বিরোধটি উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয় ;

(খ) সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয় ;

(গ) একজন বন কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি বন কর্মচারী এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা বন কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়।

(২) বিধি (১) এর অধীন কোন মীমাংসার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান বা তাঁহার অবর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

[১][২৬। **জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন।**—সামাজিক বনায়নের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সংলাপ আদান-প্রদান ও সুশীল সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ বজায় রাখিবার উদ্দেশে বন অধিদপ্তর, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, একটি জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন করিবে যাহাতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ অন্যান্য উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।]

---

[১] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ২৬ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। মূল বিধি ২৬ নিম্নরূপ ছিল ঃ

"২৬। **জাতীয় পরামর্শ ফোরাম।**—সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে নীতিমালা, সংলাপ ও সুশীল সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ বজায় রাখার জন্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বন অধিদপ্তর সময় সময় জাতীয় পরামর্শ ফোরামের আয়োজন করিতে পারিবে।"

[1][ফরম "ক"

[বিধি ৫ক(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

.....

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ .....রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন ..... বিট/SFPC এলাকায় তফসিলে বর্ণিত ভূমিতে সামাজিক বনায়ন করিতে আগ্রহী। আমাদিগকে উক্ত ভূমিতে বনায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছি।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার - বনভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর ..... হেক্টর/কিঃমিঃ পরিমাণ

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা -

(ঘ) ভূমির অবস্থান -

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা- জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরণের বাগান সৃজনে আগ্রহী-উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর ও পূর্ণ নাম (ঠিকানাসহ)

১।

২।

৩।

---

[1] এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১০ দ্বারা বিধি ২৬ এর পর 'ফরম ক', 'ফরম খ' এবং 'ফরম গ' সংযোজিত হইয়াছে।

ফরম "খ"

[বিধি ৫ক(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নে বন কর্মকর্তার প্রতিবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
.....বিভাগ

.....রেঞ্জ/ SFNTC এর আওতাধীন ..... বিট/SFPC এ তফসিলভুক্ত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/ হইল না।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার -বনভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর ..... পরিমাণ হেক্টর/কিঃমিঃ

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা-

(ঘ) ভূমির অবস্থান ঃ-

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা- জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরণের বাগান সৃজন করা যাইবে-

(খ) বাগানের প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা (তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে)-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর-
বন কর্মকর্তার নাম-
পদবী-
তারিখ-

ফরম "গ"

[বিধি ৫ক(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের অনুমতি

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক.....রেঞ্জ/ SFNTC এর আওতাধীন ..... বিট/SFPC এর নিম্নতফসিলভুক্ত ভূমিতে সামাজিক বনায়নের অনুমতি দেওয়া হইল। বাগান সৃজন ..... আর্থিক সালের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। অন্যথায় অনুমতি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার - পরিমাণ

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান বিবরণ -

(ঘ) ভূমির অবস্থান ঃ-

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা- জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) বাগানের ধরণ-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা (তালিকা সংযুক্ত)-

(ঘ) অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

.....

.....]

N.B. SFNTC – Social Forestry Nursery and Training Centre
SFPC – Social Forestry Plantation Centre